# স্মৃতিময় ঈসাখান রোড

**কামরুল মান্নান আকাশ**

বাংলাদেশের খবর পড়তে যেয়ে জানতে পারলাম ৫ই আগস্ট ছিল শেখ কামালের জন্মদিন। তাঁর মৃত্যু দিনটি জানা থাকলেও জন্ম দিনটি জানা ছিলনা। তাঁকে নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকতে পারে আমি সেই বিতর্কে যাবনা। তাঁর জন্মদিনের খবরটি পড়ে তাঁকে ঘিরে কিছু ঘটনা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে ছোট বেলার সঙ্গী কানাডায় থাকা আমার বড় ভাইয়ের সাথে সেই স্মৃতিচারণ করছিলাম। শেখ কামালকে চিনতাম ১৯৬৯ সাল থেকে। সে তখন আমাদের পাড়ায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈসাখান রোডের শিক্ষক আবাস) প্রায়ই আসত তাঁর বন্ধুদের কাছে সাদা রঙের মাজদা গাড়িতে করে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সাদ ভাই ও বাবু ভাই। সাদ ভাইয়ের খালাতো ভাই স্থপতি মাজহারুল ইসলামের ছেলে তান্না ভাই ছিলেন শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তান্না ভাই ছিলেন নামকরা স্পিন বোলার। আর ইউসুফ বাবু ভাই ছিলেন প্রখ্যাত ক্রিকেটার। বিকাল হলেই আমাদের পাড়ায় চলত খেলার ধুম। আমরা রাস্তা বন্ধ করে টেনিস বলে ক্রিকেট খেলতাম। আমাদের সাথে বড়রাও খেলতেন। বড়রা যখন খেলতেন ছোটদের মধ্যে যারা ভালো খেলে শুধু তাদেরকেই তারা খেলায় নিতেন। শেখ কামাল ও তান্না ভাইও মাঝে মাঝে আমাদের সাথে খেলায় যোগ দিতেন। শেখ কামাল ছিল খুবই আমোদপ্রিয় মানুষ। আমাদের সাথে বিভিন্ন রকম কৌতুক করে আমাদের হাসাতেন। তাঁর প্রিয় একটি কৌতুক ছিল অন্যের অনুকরণ করা। একটি ঘটনা এখনো মনে পড়ে। একজন অধ্যাপক যিনি ৩০ নম্বর বিল্ডিঙে থাকতেন তাঁর একটি পা ছিল ছোট তাই একটু খুড়িয়ে হাঁটতেন। আমরা একদিন আমাদের ক্রিকেট খেলার জায়গা ২৯ ও ৩০ নম্বর বিল্ডিঙের মাঝখানের রাস্তায় খেলছি এমন সময় তিনি আসলেন এবং একটু সময় নিয়ে আমাদের খেলার জায়গাটা পাড় হলেন। কোন অভিবাবক, মেয়েরা বা যনবাহন এলে আমরা খেলা বন্ধ রেখে তাঁদেরকে যেতে দিতাম। খেলার মাঝখানে এসব আমাদেরকে বিরক্ত করত তার উপর অধ্যাপক সাহেব বেশি সময় নিচ্ছিলেন দেখে আমরা ক্ষুদ্ধ হচ্ছিলাম। শেখ কামালও সেদিন আমাদের সাথে খেলছিলেন। আমাদেরকে খুশি করার জন্যে তিনি তাঁর পিছন পিছন তাঁকে অনুকরন করে হাটা শুরু করলেন আর আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। আমাদের চিৎকার শুনে ভদ্রলোক পিছন ফিরে তাকালেন এবং তাঁকে অনুকরণ করছে দেখে খুব রেগে যান। এরপর তিনি নালিশ করে আমাদের খেলা বন্ধ করার চেষ্টাও করেছিলেন। শেখ কামাল মাঝে মাঝে আমাদেরকে মমতাজ ভাইয়ের দোকান থেকে চুইংগাম ও

চকলেট কিনে দিতেন। আবার কখনো তার গাড়ীতে করে একটু ঘুরিয়ে আনতেন। এসব কারণে আমরা তাঁকে পছন্দ করতাম।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে সেটি স্বাধীনতার পর সম্ভবত ১৯৭৩/১৯৭৪ সাল। তখন তিনি প্রধান মন্ত্রীর ছেলে এবং তাঁকে নিয়ে অনেক কথাই শুনা যাচ্ছে। সেদিন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাগ ডে এবং বিদায়ি ছাত্রদের মধ্য থেকে শেখ কামাল ছিল র‍্যাগ মার্শাল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকার কারণে আমরা এর সব কর্মকান্ডেই উপস্থিত থাকতাম এবং অংশগ্রহণ করতাম, হোক সেটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা খেলাধুলা সংক্রান্ত। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারি সবাই ছিল পরিচিত এবং কাছের মানুষ। তাই ক্যাম্পাসে আমাদের বিচরণ ছিল অবাধ। শিক্ষকের সন্তান হিসাবে কিছুটা "প্রিভিলেজ"ও হয়ত পেতাম। যাইহোক বিকেল বেলা থেকেই আমরা ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টি,এস,সি) ইনডোর গেম খেলছি, দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছি। টি,এস,সির পরিচালক বেবী জামান চাচার কাছে শুনলাম একটি প্রখ্যাত ব্যান্ড দল সংগীত পরিবেশন করবে। আমাদেরকে বললেন অডিটরিয়ামে ঢুকে পড়তে পরে যায়গা পাওয়া যাবেনা। ভিতরে যেয়ে বসার পর সামনে তাকিয়ে দেখি একদম সামনের সারিতে শেখ কামাল বসেছে আর তাঁকে ঘিরে সব মেয়েরা- প্রধান মন্ত্রীর ছেলে বলে কথা! সেই সময় ট্রে-তে করে চকলেট-সিগারেট বিক্রি করত অল্প বয়সী ফেরিওয়ালারা। আমাদের সামনে দিয়ে তেমনি ১০/১২ বছরের একটা ছেলে ট্রে নিয়ে ফেরী করছে আর কাঁদছে। তো আমাদের খুব মায়া লাগল তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম কেন কাঁদছে। সে বলল কেউ একজন তাঁর কাছ থেকে দামী এক প্যাকেট ৫৫৫ সিগারেট নিয়ে দাম দেয়নি। আমরা তাঁকে বললাম ওই যে প্রধান মন্ত্রীর ছেলে আছে তাঁকে যেয়ে বল। সে ভয় পাচ্ছিল আমরা সাহস দিয়ে বললাম আমরাও যাব তাঁর সাথে। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে শেখ কামালকে ঘটনা জানায়। শেখ কামাল তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে সিগারেট নিয়েছে তাঁকে সে চিনিয়ে দিতে পারবে কিনা। ছেলেটিকে নিয়ে সে বাইরে বেড়িয়ে আসে সাথে সাথে আমরাও। টি,এস,সির বারান্দায় বসে মাস্তান টাইপের কিছু ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল সে তাদের একজনকে দেখিয়ে দেয়। শেখ কামাল তাঁকে ডেকে সিগারেটের দাম দিতে বলে। সেই ছেলেটি ডেমকেয়ার ভাব নিয়ে দাম দিতে অস্বীকার করে। জানায় সে সেই সময়কার আলোচিত আওরঙ্গ গ্রুপের ছেলে তাঁকে যেন না ঘাটায়। ততক্ষণে সেখানে প্রচন্ড ভীর জমে গেছে। আর আমরাও উত্তেজনায় কাঁপছি। শেখ কামাল তাঁর প্যান্টের কোমরে গুজে রাখা পিস্তল (প্রধান মন্ত্রীর ছেলের পিস্তল নিশ্চয়ই লাইসেন্স করা) বের করে তাঁর দিকে উঁচিয়ে টি,এস,সির ঘাসের চত্বরের মাঝখানে যেতে বলে। তাঁকে কান ধরে উঠ-বস করায়। ছেলেটির কাছে টাকা না থাকায় তাঁর ঘড়িটি ফেরীওয়ালা ছেলেটিকে দিয়ে দেয়। উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে উঠে। ছেলেটি অন্যায়ের বিচার পেয়েছে দেখে আমরা খুব খুশী হই

এবং ভাবতে থাকি এই প্রতিকারের পিছনে আমাদেরও কিছুটা অবদান আছে। ছোটবেলার ক্যাম্পাসের প্রিয় খেলা রবিন হুড – রবিন হুড খেলে বড় হওয়া আমাদের কাছে তখন মনে হচ্ছিল শেখ কামালই রবিনহুড।

লেখার শুরুতে ভেবেছিলাম এটা শুধুমাত্র আমার স্মৃতিচারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু শেখ কামালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আলোচিত দুইটি অভিযোগ নিয়ে কিছু না বললে তার প্রতি অবিচার করা হয়।

প্রথম অভিযোগ-মেজর ডালিমের স্ত্রীকে অপহরণঃ
মেজর ডালিমের স্ত্রীকে অপহরণ করেছিলেন তৎকালীন আওয়ামীলিগের প্রভাবশালী নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। শেখ কামাল নয়। একথা মেজর ডালিম তাঁর নিজের লেখা বই "যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি"-তে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মেজর জেনারেল মইনুল হসেন চৌধুরি তাঁর লেখা "এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক বইটিতে (পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪) এই ঘটনার একই বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ-ব্যাংক ডাকাতি করতে যেয়ে গুলি খাওয়াঃ
প্রধান মন্ত্রীর ছেলেকে পিস্তল হাতে রাতের অন্ধকারে টাকার জন্যে ব্যাংক লুট করতে যেতে হয় এই অভিযোগটিও আবাক করার মত। মেজর জেনারেল মইনুল হসেন চৌধুরি তাঁর লেখা "এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক বইটিতে (পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬) এই ঘটনা প্রসঙ্গে লেখেন ১৯৭৩ সালের বিজয় দিবসের আগের রাতে ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে সিরাজ শিকদার তাঁর দলবল নিয়ে এসে শহরের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাতে পারেন। এ অবস্থায় সাদা পোশাকে পুলিশ গাড়ি নিয়ে শহর জুড়ে টহল দিতে থাকে। সর্বহারা পার্টির লোকজনের খোঁজে শেখ কামালও তাঁর বন্ধুদের নিয়ে মাইক্রোবাসে করে বের হন। টহলরত পুলিশ আতংকিত হয়ে গুলি চালালে শেখ কামাল আহত হন। শেখ মুজিব ছেলের ওই রাতের অবাঞ্ছিত ঘোরাফেরায় ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পি জি হাসপাতালে তাকে দেখতে যেতে অস্বীকৃতি জানান। পরে ১৬ই ডিসেম্বর তাঁকে দেখতে যান। জেনারেল মইনের মতে এটি ছিল একটি মিথ্যা প্রচারণা। সেই সময়কার "ডেইলি মর্নিং নিউজ" পত্রিকার সম্পাদক সদ্য প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক এ বি এম মূসা পরদিন সত্য ঘটনা তুলে ধরেন। সেদিন শেখ কামালের বন্ধু জাতীয় পার্টির নেতা ও বর্তমানে মন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশিদ (তিনি একটু সিনিয়র হলেও একসাথেই চলাফেরা করতেন) এবং বিএনপির নেতা ইকবাল হাছান টুকুও শেখ কামালের সাথে একই গাড়িতে ছিলেন। সম্ভবত টুকুই ড্রাইভ করছিলেন। এছাড়া এসপি মাহবুবের নেতৃত্বেই শেখ কামালের গাড়িতে গুলি চালানো হয়েছিল। ঘটনার প্রত্যাক্ষ সাক্ষী শেষোক্ত তিন জন এখনো বেঁচে আছেন।

টিএসসির ঘটনার প্রতিকারের ধরণটি হয়ত একটু অন্য রকম ছিল কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রতিকার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনিবার্য হয়ে উঠে। আমার ধারণা

পরম(Absolute) ভালো বা খারাপ বলে কিছু নেই সব কিছুই আপেক্ষিক(Relative)। দোষগুণ মিশিয়েই মানুষ। আর শেখ কামালও একজন মানুষই ছিলেন।